৯. এক ভূতুড়ে কাণ্ড

শিবরাম চক্রবর্তী

পড়ুয়ারা এই মজার গল্পটি উপভোগ করতে পারবে। শব্দকোষের সাহায্য নিয়ে কঠিন শব্দের মানে খুঁজতে পারবে এবং প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা বুঝে তার উত্তর দিতে পারবে।

শিবরাম চক্রবর্তী মজার গল্প লিখতেন। একেবারে যারা গোমড়ামুখো, মোটেও হাসতে জানে না, তারাও তাঁর লেখা পড়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে। পড়বার সময় বিশেষ করে লক্ষ করবে গল্পে তাঁর ভাষার ব্যবহার। শব্দ নিয়ে এই যে খেলা, তাঁর লেখার এটাই বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু শব্দ নিয়ে মজা করলেও এই গল্পের শুরুতেই একটা গা-ছমছমে ভূতুড়ে পরিবেশ তৈরি হয়ে যায় তারপর কী হবে? —সেটা পড়েই দ্যাখো। খবরদার! গল্পের শেষটা আগে পড়ে নিলে কিন্তু সব মাটি!

বন্ধুর একটা সাইকেল হাতে পেয়ে হুনড্রুর দিকে পাড়ি জমিয়েছিলাম। কিন্তু মাইল সাতেক না যেতেই তার একটা টায়ার ফেঁসে গেল।

যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়— একটা কথা আছে না? আর যেখানে সন্ধে হয় সে খানেই সাইকেলের টায়ার ফাঁসে।

জনমানবহীন পথ। আরও মাইল পাঁচেক যেতে পারলে গাঁয়ের মতো একটা পাওয়া যেত। কিন্তু সাইকেল ঘাড়ে করে যেতে হলেই হয়েছে। এমনকি, সাইকেল ফেলে, শুধু পায়ে হেঁটে যেতেও পারব কী না সন্দেহ ছিল।

তখনও সন্ধে হয়নি। এই হব হব করছে। সামনে গেলে পাঁচ মাইল, ফিরতে হলে সাত— দুদিকেই সমান পাল্লা। কোন দিকে হাঁটন দেব হাঁ করে ভাবচি।

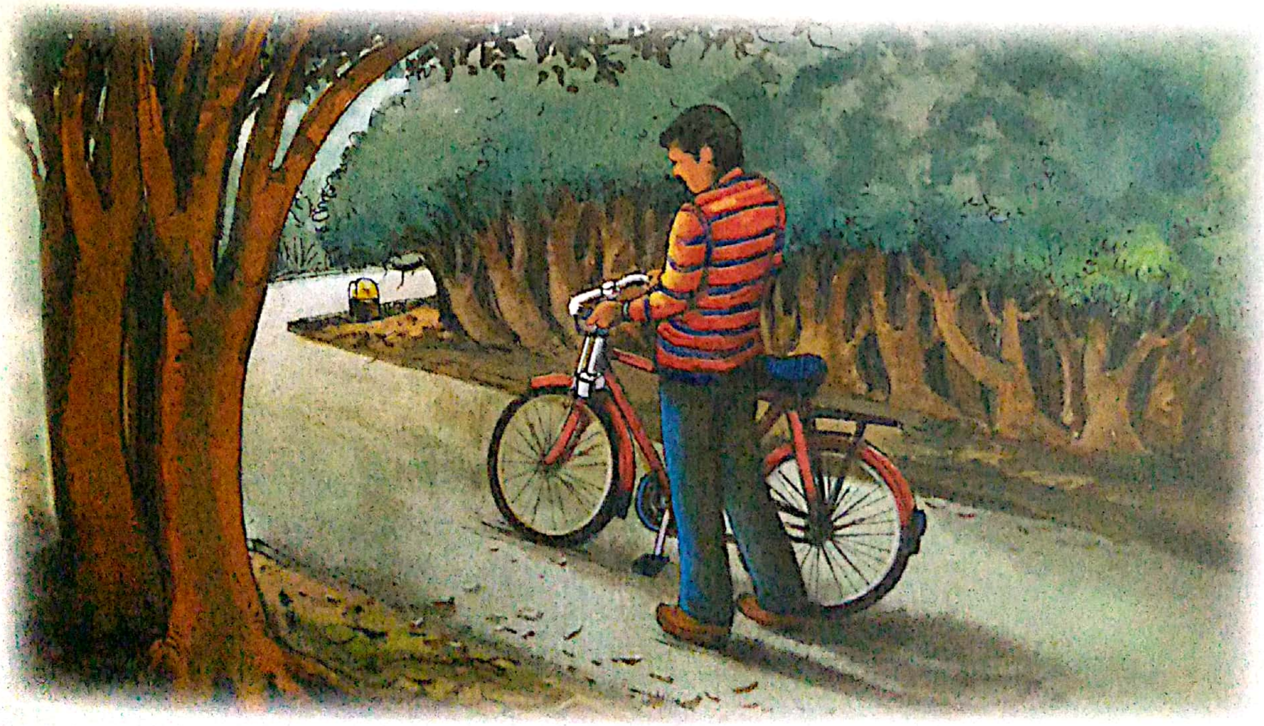

Scanned with CamScanner

ভাবতে ভাবতে আরও আধঘণ্টা কাটালাম। অবশেষে দেখি একখানা লরি। খুব জোরেও নয়, আস্তেও নয়, আসতে দেখা গেল সেই পথে। রাঁচির দিকেই যাচ্ছিল লরিটা। সঙ্গে একটা টর্চ ছিল। সেটা জ্বালিয়ে নিয়ে প্রাণপণে ঘোরাতে লাগলাম। শীতের রাত, ফিকে চাঁদের আলো, তার ওপরে কুয়াশার পর্দা পড়েছে। এর মধ্যে আমার টর্চের আলো ড্রাইভার দেখতে পেলে হয়।

লরিটা এসে পৌঁছল—এল একেবারে সামনাসামনি। মুহূর্তের জন্যই এল, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও থামলে না। যেমন এল, তেমনি চলে গেল নিজের আবেগে। রাস্তার বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

অনর্থক কেবল টর্চটাকে আর নিজেকে টর্চার করা।

শেষটা কি হাঁটাই আছে কপালে? এই ঝাপসা আলো আর কুয়াশার মধ্যে সাইকেল টেনে পাক্কা সাত মাইলের ধাক্কা। ভাবতেই আমার বুকটা দুরদুর করতে থাকে।

এর মধ্যে কুয়াশা আরও জমেছে। চাঁদের আলো ফিকে হয়ে এসেছে আরও। নিজেকে প্রাণপণে প্রবোধ দিচ্ছি। এমন সময় দুটো হলদে রঙের চোখ কুয়াশা ভেদ করে আসতে দেখা গেল। বাঘ নাকি? ... না বাঘ নয়। দুই চোখের অতখানি ফারাক থেকে বোঝা যায়।

আবার আমি টর্চ ঘোরাতে লাগলাম।

একটা ছোট্ট বেবি অস্টিন। আস্তে আস্তে আসছিল গাড়িটা— এত আস্তে যে মানুষ পা চালালে বোধ হয় এর চেয়ে জোরে চলতে পারে।

আসতে আসতে গাড়িটা আমার সামনে এসে পড়ল।

আমি হাঁকলাম - এই!

কিন্তু গাড়িটা থামবার কোনো লক্ষণ নেই। তেমনি মন্থর গতিতে চলতে লাগল গাড়িটা। আমার পাশ কাটিয়ে চলে যায় দেখে আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম। না, আর দেরি করা যাবে না, এক্ষুনি একটা কিছু করে ফেলা চাই। এসপার-ওসপার যা হোক। গাড়ির মালিকের না হয় ভদ্রতারক্ষা করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমাকে তো আত্মরক্ষা করতে হবে?

Scanned with CamScanner

অগত্যা আগায়মান গাড়ির গায় গিয়ে পড়লাম। দরজার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। চলন্ত গাড়িতে ওঠা সহজ নয়, নিরাপদও না, কী করব এক মিনিটও নষ্ট করার ছিল না। কে জানে, এ-ই হয়তো সশরীরে বাড়ি ফেরার শেষ সুযোগ।

সাইকেলটা রাস্তার ধারে ধরাশায়ী হয়ে থাকল। থাকগে, কী করা যাবে? নিতান্তই যদি রাত্রে বাঘের পেটে না যায়, (বাঘেরা কি সাইকেল খেতে ভালোবাসে?) কাল সকালে উদ্ধার করা যাবে।

ছোট্ট গাড়ির মধ্যে যতটা আরাম করে বসা যায় বসেছি। বসে ড্রাইভারকে লক্ষ করে বলতে গেছি—'আমায় লালপুরার মোড়টায় নামিয়ে দেবেন, তাহলেই হবে—'

বলতে বলতে আমার গলার স্বর উপে গেল, বক্তব্যের বাকিটা উচ্চারিত হল না। আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকলাম— আমার দুই চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল।

যেখানটায় ড্রাইভার থাকবার কথা সেখান কেউ নেই।... একদম ফাঁকা...

জিভ্ আমার টাকরায় আটকেছিল। কয়েক মিনিট বাদে সেখান থেকে নামলে বাকশক্তি ফিরে পেলাম। 'ভূত, ভূত ছাড়া কিছু না।' আপনা থেকেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল। আমার কথায় ভূত যে কর্ণপাত করল তা মনে হল না। বে-ড্রাইভার গাড়ি যেমন চলছিল তেমন চলতে লাগল।

ড্রাইভার নেই, এবং গাড়ির ইঞ্জিনও চলছিল না। তবু গাড়ি চলছিল, এবং ঠিক পথ ধরেই চলছিল। এই কথা ভেবে, এবং হেঁটে যাওয়ার চেয়ে বসে যাওয়ার আরাম বেশি বিবেচনা করে, প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে সেই ভূতুড়ে গাড়িকেই আশ্রয় করে রইলাম।

ঘণ্টা দুয়েক পরে গাড়িটা লেভেল ক্রসিং—এর মুখে এসে পৌঁছেচে। ক্রসিং-এরে গেট পেরিয়ে যখন প্রায় লাইনের সম্মুখে এসে পড়েছি তখন হুঁশ হল আমার। হুশ হুশ করে তেড়ে আসছিল একটা আওয়াজ। চমকে উঠলাম। আপ কিংবা ডাউন— একটা গাড়ি এসে পড়ল বলে— অদূরে তার ইঞ্জিনের আলো দেখা দিয়েছে। —কিন্তু আমার গাড়ির থামবার কোনো উৎসাহ নেই। ...বিনে ভাড়ায় আমি চেপে চলেছি বলে কি অদৃশ্য ভূত

আমায় টেনে নিজের দল ভারী করতে চায় নাকি?

আমার গাড়ির হাতলটা কোথায়? এক্ষুনি নেমে পড়া দরকার— আর এক মুহূর্ত দেরি হলেই হয়েছে!

কোনো রকমে দরজা খুলে তো বেরিয়েছি। আমিও নেমেছি আর আমার গাড়িও থেমেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে সামনে দিয়ে রেলগাড়িটা গর্জন করতে করতে বেরিয়ে গেছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার সম্বিত ছিল না। হুশ হুশ করে ট্রেনটা চলে যাওয়ার পর আমার হুঁশ হল।

নাঃ, মারা যাইনি। জলজ্যান্ত রয়েছি এখনও। এবং মোটর গাড়িটাও চুরমার হয়নি। আমার পাশেই— ছবির মতো দাঁড়িয়ে—

এমন সময়ে চোখে চশমা লাগানো একটি লোক বেরিয়ে এল মোটরের পিছন থেকে। 'আমাকে একটু সাহায্য করবেন?' এগিয়ে এসে বললেন ভদ্রলোক 'যদি দয়া করে গাড়িটা ঠেলে দ্যান, মশাই। আট মাইল দূরে গাড়িটার কল বিগড়েছে, সোখান থেকে একলাই ঠেলতে ঠেলতে আসছি। পথে একজনকেও পেলাম যে আমার সঙ্গে হাত লাগায়। যদি একটু আমার সঙ্গে যোগ দেন— লাইনটা পেরিয়ে আরেকটু গেলেই আমার বাড়ি। ঐ যে দেখা যাচ্ছে— আর এক মিনিটের ওয়াস্তা।'

জেনে রাখো

সংক্ষেপে লেখকের কথা: শিবরাম চক্রবর্তী। জন্ম ১৩ ডিসেম্বর, ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ, কলকাতায় মামার বাড়িতে। পৈতৃক নিবাস জরুরবাকলা, মুর্শিদাবাদ। ছোটোবেলা থেকেই বাইরের জগৎ তাঁকে টানত। অল্প বয়সেই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। কোথায় থাকবেন. কী খাবেন সে সব কথা চিন্তা না করেই। **বাড়ি থেকে পালিয়ে** নামে তাঁর একটি চমৎকার বই-ও আছে। তাঁর লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য, কথার পিঠে কথা বসিয়ে 'পান' (pun) বা শব্দ নিয়ে মজা করা। স্কুলে পড়ার সময় স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে জেল খেটেছেন। সাংবাদিকতা করেছেন। তিনি ছোটোদের অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক। নিজের নামের বানান নিয়েও তিনি মজা করেছেন। লিখতেন শিব্রাম চকরবরতি। তাঁর লেখা আরও কয়েকটি গ্রন্থ **রক্তের টান, প্রজাপতির পক্ষপাত, ভালোবাসার অ আ ক খ, কে হত্যাকারী?, বর্মার মামা, গল্প সংগ্রহ** প্রভৃতি। মৃত্যু ২৮ অগাস্ট, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ। সংকলিত রচনাটি **শিবরাম অমনিবাস** থেকে সংক্ষেপ করে নেওয়া হয়েছে।

সংক্ষেপে রচনার কথা: বন্ধুর কাছ থেকে সাইকেল চেয়ে নিয়ে তাতে চেপে লেখক হুনড্রু জলপ্রপাত দেখতে যাচ্ছিলেন। মাঝপথে সাইকেলের টায়ার ফেঁসে গেল। সন্ধে হয় হয়। মহা বিপদ। এখন সাইকেল কাঁধে করে হেঁটে হুনড্রু যাওয়া বা রাঁচিতে ফিরে যাওয়া দুই-ই প্রায় সমান অসম্ভব। নির্জন রাস্তা। একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে। দুপাশে বনজঙ্গল। বাঘের ভয় আছে। লেখক ঠিক করলেন, সাইকেল ফেলে রেখে রাঁচি ফিরে যাবেন। এখান থেকে রাঁচির দিকে যাবার গাড়ি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তাতে চড়ে। একটা লরি এল। লেখক থামাবার ইশারা করলেন, লরি থামল না। এরপর এল একটা ছোটো গাড়ি। খুব ধীর গতিতে চলছিল। লেখক মরিয়া হয়ে গাড়ির হ্যান্ডেল খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লেন। সামনে তাকিয়ে দেখেন ড্রাইভার নেই। গাড়ির ইঞ্জিনও চলছে না। অথচ গাড়িটা ঠিক চলছে। লেখক বুঝলেন বাঘের থাবার থেকে তিনি ভূতের খপ্পরে এসে পড়েছেন। গাড়ির আরাম ছেড়ে নেমে হেঁটে যাওয়ার ইচ্ছা হল না। এইভাবে ঘণ্টা দুই চলবার পর লেভেল ক্রিসং-এর সামনে এলেন। একটা ট্রেন আসছে। অথচ গাড়ি থামবার নাম নেই। তখন লেখক চলন্ত গাড়ি থেকেই নেমে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামল আর ট্রেনটাও চলে গেল। ট্রেন চলে যেতেই গাড়ির পিছন থেকে এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে লেখককে বললেন যে তাঁর খারাপ গাড়িটা তিনি একাই ঠেলতে ঠেলতে এতদূর নিয়ে এসেছেন। এখন লেখক যদি তাঁকে একটু ঠেলতে সাহায্য করেন তাহলে তিনি বাড়ি পৌঁছতে পারেন। ওই সামনেই তাঁর বাড়ি।

হুন্ড্রু—ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচি থেকে হুন্ড্রু জলপ্রপাত যাওয়া যায়। ৩২০ ফুট উঁচু থেকে জলধারা পড়ছে সুবর্ণরেখা নদীতে। একে হুড্রু ফলস্‌ও বলা হয়

পাড়ি জমানো— পার হওয়া, রওয়ানা হওয়া

টায়ার— চাকার বাইরের রবারের বেড়। এর মধ্যে হাওয়া ভরা থাকে। tyre

ফেঁসে—ছিঁড়ে—কাপড়টা ফেঁসে গেল। এখানে অর্থ tyre puncture হওয়া। টায়ারের ভিতর হাওয়া-ভরা যে রবারের টিউব আছে তার হাওয়া বেরিয়ে যাওয়া

জনমানবহীন—নির্জন, মানুষজন না থাকা

হব হব— হতে অল্প বাকি

পাল্লা—এখানে অর্থ দুরত্ব, অন্য অর্থ—সীমা

অনর্থক—মিছিমিছি, অকারণ

টর্চ—torchlight। লম্বা, নলে-ভরা ব্যাটারির সাহায্যে জ্বলে এমন আলো

টর্চার—torture। যন্ত্রণা দেওয়া। ইংরেজি শব্দ

প্রবোধ—সান্ত্বনা

ফারাক— তফাৎ, পার্থক্য। আরবি শব্দ

এসপার ওসপার—হেস্তনেস্ত

আগায়মান— যা এগিয়ে আসছে। অগ্রসরমান এই সংস্কৃত শব্দ থেকে লেখক শব্দটি নিজে তৈরি করে নিয়েছেন।

টাকরা— টাকরা, তালু। যেখানে জিভ লাগিয়ে 'টাক্' আওয়াজ করা যায়। palate।

বাক্‌শক্তি— কথা বলার ক্ষমতা।

হুঁশ— চেতনা। ফারসি শব্দ

সম্বিত—হুঁশ।

বিগড়ান— খারাপ হওয়া, বিকল হওয়া

ওয়াস্তা— অপেক্ষা। এখানে অর্থ: বাকি। আরবি শব্দ

কতটা শেখা হল

১. মুখে মুখে বলো

ক) 'এক ভূতুড়ে কাণ্ড' গল্পটির লেখক কে?

খ) তিনি মজা করে নিজের নামের বানান কীভাবে লিখতেন?

গ) গল্পের কোন ঘটনাটিকে লেখক 'ভুতুড়ে কাণ্ড' বলেছেন?

ঘ) যেখানে ড্রাইভারের থাকার কথা সেখানে তাকে না দেখে লেখকের অবস্থা কী হয়েছিল?

ঙ) ভূত গাড়ি চালাচ্ছে বুঝেও লেখক গাড়ি থেকে নামেননি কেন?

চ) লেভেল ক্রসিং-এ গাড়ির মালিক লেখককে কী অনুরোধ করলেন?

ছ) তাঁর গাড়ি কোথায় কতদূরে খারাপ হয়েছিল?

২. এক কথায় উত্তর দাও: পাঠ্যাংশে যা পড়েছ, তার সঙ্গে মিলিয়ে নীচের ভুলগুলো ঠিক করো

ক) যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়।

খ) সামনে গেলে সাত মাইল, ফিরতে হলে পাঁচ-।

গ) ভাবতেই আমার বুক ধুপধাপ করতে থাকে।

ঘ) আবার আমি টর্চার ঘোরাতে লাগলাম।

ঙ) গাড়ির মালিকের না হয় আত্মরক্ষা করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমাকে তো ভদ্রতারক্ষা করতে হবে।

চ) হুঁশ হুঁশ করে ট্রেনটা চলে যাওয়ার পর আমার হুশ হল।

Scanned with CamScanner

৩. ছোটো প্রশ্ন: সংক্ষেপে উত্তর লেখো

ক) 'কোন দিকে হাঁটন দেব হাঁ করে ভাবছি'— এরকম ভাবনার কারণ কী?

খ) 'সেটা জ্বালিয়ে প্রাণপণে ঘোরাতে লাগলাম'।— কোনটা এবং কেন ঘোরাতে লাগলেন?

গ) 'যেমন এল তেমনি চলে গেল...'— কী এল? কীভাবে এল? গেলই বা কীভাবে?

ঘ) 'ভাবতেই আমার বুক দুরদুর করতে থাকে' কী ভাবনার কথা বলা হচ্ছে?

ঙ)'বাঘ নাকি?.. না বাঘ নয়' বাঘ বলে সন্দেহ হওয়ার কারণ কী? সেই সন্দেহ দূর হল কীভাবে?

চ) 'আমার দুই চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল'— কখন ও কেন এই অবস্থার সৃষ্টি হল?

ছ) 'এক্ষুনি এই যমালয়ের রথ থেকে নেমে পড়া দরকার'— কেন? 'যমালয়ের রথ' কাকে বলা হয়েছে এবং কে

জ) 'যদি দয়া করে আমার গাড়িটা একটু ঠেলে দ্যান, মশাই?' —কে, কাকে কখন এই অনুরোধ করেছেন?

৪. বড়ো প্রশ্ন: পাঠ্যাংশের সাহায্য নিয়ে নিজের ভাষায় লেখো

ক) 'এক ভূতুড়ে কাণ্ড' গল্পের বাঘের থেকে ভূতের খপ্পরে পড়ার যে অভিজ্ঞতার কথা লেখক বর্ণনা করেছেন তা নিজের ভাষায় লেখো।

খ) 'এক ভুতুড়ে কাণ্ড' গল্পে ভূত না থাকলেও ভূতের ভয়টা আগাগোড়া রয়ে গেছে...'—বুঝিয়ে লেখো।

গ) 'শিবরাম চক্রবর্তীর লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য "পান" বা শব্দ নিয়ে মজা করা।' — একথা কতখানি ঠিক, পঠিত থেকে অন্তত চারটি উদাহরণ দিয়ে এ-বিষয়ে তোমার মতামত লেখো।

ঘ) 'জিভ আমার টাকরায় আটকেছিল। কয়েক মিনিট বাদে সেখান থেকে নামলে বাকশক্তি ফিরে পেলাম।'—কো কোন পরিস্থিতে লেখকের এই অবস্থা হয়েছিল, নিজের ভাষায় গুছিয়ে লেখো।

ঙ) লেভেল ক্রিসং-এ পৌঁছবার পর লেখকের অবস্থা কী হয়েছিল , নিজের ভাষায় গুছিয়ে লেখো।

ব্যাকরণ

১. মোটা হরফের শব্দগুলোর কারক বিভক্তি নির্ণয় করো

ক) যেখানে **বাঘের** ভয়, সেখানে সন্ধে হয়।

খ) কাল **সকালে** উদ্ধার করা যাবে।

গ) আপনা থেকে আমার **মুখ দিয়ে** বেরিয়ে এল ।

ঘ) আমি **হাঁ করে** তাকিয়ে থাকলাম।

২. অর্থ লেখো

জনমানবহীন পাল্লা ফারাক এসপার ওসপার হুঁশ

৩. এক কথায় প্রকাশ করো

কথা বলার মতো ক্ষমতা যা এগিয়ে আসছে যিনি গাড়ি চালান এক ঘণ্টার অর্ধেক, মাটির ওপর পড়ে থাক

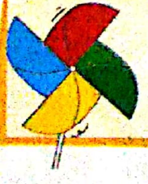

তুমি কি কখনো জলপ্রপাত দেখেছ? সেটি কোথায় অবস্থিত? সেই জলপ্রপাতটির বর্ণনা নিজের ভাষা গুছিয়ে লেখ।